দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 JAN 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শিক্ষা ব্যবস্থা

৯০ শতাংশই বেসরকারী কিন্তু বরাদ্দ নগণ্য

নূর মোহাম্মদ ঃ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নব্বই শতাংশ বেসরকারী খাতে। মাত্র দশ শতাংশ সরকারী খাতে। কিন্তু সরকারী–বেসরকারী শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থবরাদ্দে বিরাজ করছে বিরাট বৈষম্য। আর এ বৈষম্য নিরসনে অর্থদন্ডের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র–অভিভাবক মহল।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ব্যুরোর এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশের একটি সরকারী কলেজে বার্ষিক গড়ে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ তেত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা। সমমানের একটি বেসর-

(আটের পাতায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

৯০ শতাংশই

(প্রথম পৃঃ পর)

কারী কলেজের বরাদ্দ সাত লাখ সাতানব্বই হাজার। একটি সরকারী স্কুলের বরাদ্দ চৌদ্দ লাখ দশ হাজার। বেসরকারী একটি স্কুলের বরাদ্দ এক লাখ নব্বই হাজার। সরকারী একটি মাদ্রাসার বরাদ্দের পরিমাণ আটত্রিশ লাখ ষাট হাজার। বেসরকারী মাদ্রাসার বরাদ্দ এক লাখ চৌষট্টি হাজার টাকা। অর্থ বরাদ্দের এ হিসাব চলতি আর্থিক বছরের।

আলোচ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মোট সরকারী কলেজের সংখ্যা দু'শ ২৩টি। শিক্ষক সংখ্যা ছ' হাজার আট'শ ১৫ জন। ছাত্রসংখ্যা তিন লাখ ন'হাজার এক'শ ৫০ জন। চলতি আর্থিক বছরে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ ৭৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। অপরদিকে দেশে বেসরকারী কলেজ ৬৫১টি। শিক্ষকের সংখ্যা ১১ হাজার ৪৬১ জন। ছাত্রের সংখ্যা ছয় লাখ ৫৪ হাজার এক শ' ছয় জন। বার্ষিক অর্থ-বরাদ্দের পরিমাণ ৫০ কোটি ১৭ লাখ টাকা। সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৩০৭টি। শিক্ষক ছ'হাজার ১৯৮ জন। ছাত্রের সংখ্যা এক লাখ ৯০ হাজার ৩৯ জন। বার্ষিক বরাদ্দ ৪৩ কোটি ৩১ লাখ টাকা। বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা দশ হাজার ৬৮৯টি। শিক্ষক এক লাখ ১৬ হাজার ৬৯৮ জন। ছাত্র তেত্রিশ লাখ ৩৫ হাজার ৬২০ জন। বার্ষিক বরাদ্দ ২০৪ কোটি ১৪ লাখ টাকা। সরকারী মাদ্রাসা তিনটি। শিক্ষক ১৮১ জন। ছাত্রের সংখ্যা তিন হাজার ২৯২ জন। বার্ষিক বরাদ্দ এক কোটি ১৬ লাখ টাকা। বেসরকারী মাদ্রাসার সংখ্যা পাঁচ হাজার ৮৭৩টি। শিক্ষক ৮৫ হাজার ৬৩৬ জন। ছাত্র পাঁচ লাখ ২০ হাজার ৯৩৮ জন। মোট বরাদ্দ ৯৬ কোটি বত্রিশ লাখ টাকা।

এসব পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, দশের সরকারী-বেসরকারী শিক্ষাখাতে কি পরিমাণ বৈষম্য চলে আসছে। অথচ দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৯০ শতাংশ হচ্ছে বেসরকারী খাতে। মাত্র ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী হচ্ছে সরকারী খাতে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থ বরাদ্দ অনেক বেশী।

এদিকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহের এ আর্থিক বৈষম্য নিরসনের শিকার হচ্ছেন ছাত্র–অভিভাবক মহল তথা জনসাধারণ। সরকারী শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানগুলোর বেতন ভাতাদিসহ আর্থিক সুযোগ–সুবিধার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের নামে প্রতিবছরই বেসরকারী শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানে ছাত্র বেতন বাড়ছে। বাড়ছে বিভিন্ন প্রকারের চাঁদা ও ফি'র হার।

বেসরকারী খাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেদে বর্তমানে ছাত্র বেতনের হার হচ্ছে ৫০ টাকা থেকে দু'শ টাকা। শুধু ছাত্র বেতনই নয়। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিং ফিসহ বার্ষিক চাঁদা আদায়ের বেলায়ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নির্ধারিত কাঠামো নেই। স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষে বোর্ড পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ২/৩ মাস কোচিং-এর নামে নির্বা-চিত একজন ছাত্রের কাছ থেকে আদায় করা হয় চার থেকে বার'শ টাকা। এ অর্থ আদায় করা হয় বোর্ড ও স্কুল ফি'র অতিরিক্ত। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে উপরের ক্লাসের জন্য উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নতুন ক্লাসে পুনঃভর্তির নামে একজন ছাত্রের কাছ থেকে আদায় করা হয় তিন থেকে আট'শ টাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভেদে এসব চাঁদা ও ফি আদায়ে অবশ্য তারতম্য ঘটে।